দৈনিক ইত্তেফাক

137

তারিখ 16 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

'এসএসসি' ও 'দাখিল' পরীক্ষা

আজ বৃহস্পতিবার হইতে (১৬ এপ্রিল) সারা দেশে ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা আজ প্রথম পরীক্ষায় অংশ নিতেছে। দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম) অধীনে এইবার সাড়ে সাত লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। গত বছরও প্রায় অনুরূপসংখ্যক পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল। এসএসসি পরীক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষাও শুরু হইয়াছে আজ। জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় এইসব পরীক্ষার্থী অংশ নিতেছে। এই পরীক্ষা তাহাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই পরীক্ষাকে ঘিরিয়া তাহাদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যে কতটা তীব্র তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গতবারের মত এইবারও পাঁচটি বোর্ডের প্রশ্নপত্র হইবে অভিন্ন। এসএসসি পরীক্ষায় সকল বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রথা চালু হইয়াছিল গত বছর হইতেই। ইহা লইয়া তখন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল। সেই উৎকণ্ঠা এইবার অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। তবে, কম্পিউটার নিয়া তাহাদের উদ্বেগ আগের মতই আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি কম্পিউটার কি করিয়া যেন ষ্ট্যান্ড করা ছাত্রকে ফেল করাইয়া দিয়াছে। আশা করি, কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক বিকৃতির' কারণে এইবার পরীক্ষার্থীদের কোন ভোগান্তির শিকার হইতে হইবে না। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই অতীতের ভুল-ত্রুটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

পরীক্ষার কথা উঠিলেই নকলের প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, আসিয়া পড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গ। নকলের করাল গ্রাস হইতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে আমরা এখন সমর্থ হই নাই। অতীতের ধারাবাহিকতায় নকলের প্রবণতা যেন দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। ঢাকা বোর্ডের জনৈক কর্মকর্তা সম্প্রতি বলিয়াছেন, 'স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিকতা নকল প্রতিরোধে যথেষ্ট।' কিন্তু 'আন্তরিকতার' অভাবতো প্রকট। তাই নকল প্রতিরোধে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবিতে হইবে। লোকজনের আন্তরিকতার উপর ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'আশা' করার কোন মানে হয় না। রহিল 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' নামক ব্যাধির কথা। আজকালতো বোর্ডের পরীক্ষা আর 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' যেন একে অপরের পরিপূরক হইয়া পড়িয়াছে। গত বছর এসএসসি পরীক্ষার কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছিল। কিন্তু 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের' ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করা হইয়াছে কিনা, আর হইয়া থাকিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা আমরা জানি না।

আমরা ভাবিয়া আতংকিত হই, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশে শিক্ষার মান নামিতে নামিতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? পরীক্ষা হইতেছে শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম। পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করা না যায়, পরীক্ষা গ্রহণের কোন পর্যায়ে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস বা নকলের মত ঘটনা হর-হামেশাই ঘটিতে থাকে তবে মেধা যাচাইয়ের কাজটিই শুধু ব্যাহত হয় না, উচ্চতর মেধার অধিকারী পরীক্ষার্থীর প্রার্থিত ফল হইতে বঞ্চিত এবং অযোগ্য পরীক্ষার্থীরা লাভবান হইবার সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়। আমরা আশা করি, এই অবস্থা যাহাতে অব্যাহত না থাকে সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন যে, এইবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা উক্ত বক্তব্য শুনিয়া আশান্বিত হইতে চাই।